পিনডিদার পঞ্চবাণ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়



পিন্‌ডিদার পঞ্চবাণ

পিন্‌ডিদার পঞ্চবাণ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ ১৩৯৩
এপ্রিল ১৯৮৬

প্রকাশক :
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
কৃষ্ণা রায়
তারা মুদ্রণ
২৫০/এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম : ১৮ টাকা

সঞ্জু ও অরূপকে

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের ছোটদের বই ঃ

লিডার বটে পিন্‌ডিদা
পিন্‌ডিদার গপ্‌পো
সিকেপিকেটিকে
ফয়সলা

পিন্‌ডিদার পঞ্চবাণ

পিন্‌ডিদার তেলতত্ত্ব

আমার বাবা-মা দু'তিন দিনের জন্য কোথাও গেলে আমি একেবারে খুশি যে হই না এমন নয়। আমার জন্য মায়ের উতলা ভাবটুকু দেখে খুশি হই। বাবার গুরুগম্ভীর উপদেশের পিছনে আমার জন্য একটু চাপা দুশ্চিন্তা আছে জেনেও খুশি হই। এ-টুকু বুঝতে পারি একমাত্র ছেলেকে রেখে বাবা-মায়ের কোথাও যেতে মন সরে না। কিন্তু সামাজিকতার দায়ে মাঝে-সাজে তাদের যেতেই হয়। আর বলতে লজ্জা করে, কোথাও যাবার আগে মা আমাকে বেশ কয়েকটা টাকা বাড়তি দিয়ে আমার মন ভালো করে দিয়ে যায়। সে-টাকা বাবার খরচের টাকা দিয়ে যাওয়ার হিসেবের মধ্যে পড়ে না। আর বাবাও খরচের টাকা দরাজ হাতে দিয়ে যায়।

আমাকে তো গুরুদায়িত্ব নিয়ে বাড়িতে থাকতেই হয়। আমিসুদ্ধ চলে গেলে বুড়ী ঠাকুমাকে দেখে কে? তার তো আর হুট-হাট কোথাও যাবার উপায় নেই। আমিও ভাব দেখাই যেন কর্তব্যের দায়ে থেকে যেতে হচ্ছে। একদিকে যেমন খুশি হই, অন্যদিকে একটু মন খারাপও কি হয় না? তখনই তো বুঝতে পারি, উঠতে-বসতে আমার যত খুঁতই ধরা হোক, তলায় তলায় আমাকে তারা ভালই বাসে।

কিন্তু আমার মনের ভাব যা-ই হোক, বাবা-মা দু'পাঁচ দিনের জন্যে কোথাও যাচ্ছে শুনলে কেবলু কার্তিক হাবুল এমন কি চটপটিও অমন নেচে ওঠে কেন? যেন ওদেরই কোনো দুর্গ্রহ সরে যাচ্ছে। আর পিন্‌ডিদা? তার মুখ দেখে কি মন বোঝার উপায় আছে? তবু খুব বুঝতে পারি, ভিতরে ভিতরে সে-ই সব থেকে খুশি হয়। আর কাউকে বুঝতে না দিয়ে কল-কাঠি সেই নাড়ে।

এবারে বাবা-মাকে দু'দিনের জন্য কলকাতা চলে যেতে হচ্ছে বাবার এক খুড়তুতো ভাইয়ের মেয়ের বিয়েতে। না গিয়ে উপায় নেই। একে আমরা বর্ধমানে থাকি, খুব একটা যোগাযোগ নেই। এর ওপর না গেলে একটাই কথা সকলে বলবে, মস্ত বড় লোক এখন, আসবে কেন!

মা আর বাবার এই গোছের আলোচনা তাদের অলক্ষ্যে আমি নিজেই শুনেছি।

তারা দু'দিনের জন্য কলকাতায় যাচ্ছে, বোকার মতো এ-খবরটা মাঠে বসে আমি নিজেই দিয়েছিলাম। আমারও যদি পেটে কোনো কথা থাকত। শুনেই চটপটি তিড়িং করে নেচে উঠল, বলল, তাহলে আদায়-টাদায় যা করার ঠিকমতো করে রাখিস।

কেবলু সংস্কৃত ঝাড়ল, একঘেয়ে মরুভূমিতে ওয়েসিস্ দর্শনম্! একটা স্পেশাল প্রোগ্রাম অবশ্য করণীয়ম্!

আমার রাগ হয়ে যাচ্ছিল। মনের দিক থেকে চটপটি কেবলু আর কার্তিক অনেকটা আমার দিকে। পিন্‌ডিদার নাগাল পাবার আগে আমিই তো দলের লিডার ছিলাম। কার্তিক অবশ্য চুপচাপ, তবু আমার মনে হল ওর মুখেও খুশির জেল্লা দেখছি। আমার রাগ হবে না তো কি? কিছু বাড়তি লাভ হয় বলে কি বাবা-মাকে আমি ভালোবাসি না?

কিন্তু গা জ্বলে গেল হাবুলের কথা শুনে। ও কেবলুকে সাপোর্ট করে বলল, স্পেশাল প্রোগ্রাম তো একটা করাই উচিত—কিন্তু সোনার তো আবার সর্ব ব্যাপারে মুখ শুকানোর স্বভাব—হয়তো বলবে বাবা-মা বাড়তি তেমন কিছুই দিয়ে যায়নি।

আমার আর সহ্য হল না। বলে উঠলাম, তোর বপুখানা যেমন হাতীর মতো, বুদ্ধিও তেমনি···

শুনেই হেবো হোঁতকা খাপ্পা হয়ে উঠল। চোখ পাকিয়ে দুই হাঁটুর ওপর উঠে বসল। —পিন্‌ডিদা, ওকে তুমি সাবধান করো, আমি কিন্তু ওর মাথাটা ছাতু করে দিয়ে জেলে যাব!

চটপটি মন্তব্য করল, ফাঁসি যাবি।

পিন্‌ডিদা অলস চোখে হেবোর দিকে তাকালো। বলল, সোনা ঠিকই বলেছে, বাবা-মা যাচ্ছে ওর দুঃখু হচ্ছে কিনা খোঁজ নিয়েছিস? বাবা-মা কি কম জিনিস?

হাবুল চুপসে গেল।

কেবলু উপযুক্ত শ্লোক আওড়াতে গিয়ে খিচুড়ি পাকিয়ে ফেলল, পিতা-মাতাহি ধর্মঃ, পিতা-মাতাহি কর্মঃ, স্বর্গাদপি গরীয়সী।

বিরক্তিতে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, তোর গালে এক চড় কশায়সি—মা সঙ্গে আছে বলে বাবাসুদ্ধ স্ত্রীবাচক গরীয়সী হয়ে গেল!

কেবলু সংশোধন করল, গরীয়ান্ হবে।

—মাতা গরীয়ান্ হবে কি করে?

—তাহলে পিতা-মাতাহি গরীয়ান-গরীয়সী হবে।

পিন্‌ডিদা বলল, তুই মুখ সেলাই করে বসে থাকলে তোর পক্ষে সব থেকে নিরাপদ হবে।

পিন্‌ডিদা আজ খুব মুডে নেই। তাকে মুডে আনার মতো আমি কোনো ব্যবস্থাও করিনি। খানিক মুখ গোঁজ করে থেকে পিন্‌ডিদা মুখ তুলল। —ভালো লাগছে না, আমাকে খানিকটা এগিয়ে দিবি চল্‌তো হেবো—

ঢিবির আসন ছেড়ে উঠে পড়ল। ঢোসকা হাবুলও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। পিন্‌ডিদার কাছ থেকে যেন একটু বাড়তি কদর লাভ হল তার। আমার দিকে একবার চোখের ঝাপটা মেরে বলল, এমন শুকনো মুখে আর কাঁহাতক ভালো লাগে—চলো পিন্‌ডিদা।

তারা খানিক এগোতে চটপটি আর কার্তিকের ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠলাম। —আমার বাবা-মা থাকবে না এটা তোদের কাছে খুব একটা উৎসব—কেমন?

গলা শুকিয়ে চটপটি বলল, তা কেন, ওঁরা না থাকলে একটু বাড়তি আনন্দের ব্যবস্থা হয় তো, তাই মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।

—আমার মন খারাপ থাকে বলে বাড়তি আনন্দের ব্যবস্থা করি— তা বলে তোরা এত হ্যাংলার মতো করিস কেন ?

বেজায় চটেছি এটা কেবলুও বুঝতে পারছে। তা না হলে পিন্‌ডিদাকে ফেরাতাম, একটু আনন্দ দেবার ব্যবস্থাও করতাম। ও হাত জোড় করে বলল, সত্যি অন্যায় হয়েছে, তুই আমাদের ক্ষমা করে দে সোনা—ক্ষমাহি পরমং তপঃ।

পিন্‌ডিদা কেন এগিয়ে দেবার জন্য হাবুলকে ডেকে নিয়ে গেল এটা পরদিন বিকেলে বোঝা গেল ! দারুণ কিছু কাজের ভার পেলে যেমন খুশি উপচে ওঠে তেমনি থলথলে মুখ ওর। উঁচু ঢিপির আসনে বসে পিন্‌ডিদা নির্লিপ্ত মুখে এ-দিক ও-দিক তাকাচ্ছে। হাবুলের যেন হঠাৎই কিছু মনে পড়ল।—হ্যাঁরে চটপটি, সোনার বাবা-মা মানে আমাদের মাননীয় মেসোমশাই মাসিমা হু'দিনের জন্য কলকাতা যাচ্ছেন···তুই কি যেন স্পেশাল প্রোগ্রাম করার কথা বলছিলি ?

চটপটি গতকালের দাবড়ানি ভোলেনি। দায়টা কেবলুর ঘাড়ে চাপালো। —আমি টাকা-কড়ি আদায় করে রাখার কথা বলেছিলাম··· বাবা-মা হু'দিন থাকবে না, সোনার তো একটু মন খারাপ হবেই— তাই একটু ফুর্তি-টুর্তির মধ্যে থাকার জন্যে—স্পেশাল প্রোগ্রামের কথা কেবলু বলেছিল—ওর যদি কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকত।

বেগতিক দেখে কেবলু কবুল করল, আমি তো মূর্খ, নইলে বার বার ফেল করি—মূর্খস্য বচনম্ বালভাষিতং—সোনা কালই আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে।

শেখানো-পড়ানো হোঁতকা হাবুল কথার মাঝে এ-রকম বিঘ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না, খেই হারিয়ে অসহায় চোখে পিন্‌ডিদার দিকে তাকালো। পিন্‌ডিদা ধমকে উঠল, কি বলতে যাচ্ছিলি—তোর মাথায় কি আছে যে আমি বলব ? ইডিয়েট কোথাকারের—

হাবুল হাঁসফাঁস করে উঠল, হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে—

ও পিন্‌ডিদার শেখানো বুলি কিছু আওড়াবে ধরতে পেরে আমি ওঁর টুঁটি টিপে ধরার মতো করে বলে উঠলাম, মনে পড়েছে মানে কি,

তুই তোর নিজের কথা বলছিস না ?

—চটপটি আর কেবলুটার জন্য নিজের কথাই তো তালগোল পাকিয়ে গেছল—খাঁটি নিজের কথা বলতে যাচ্ছিলাম, যাকে বলে ওরিজিন্যাল—

—আচ্ছা বল্।

—শোন্ সোনা, তুই তো খাঁটি সোনাই বটে একখানা, বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে—তাঁরা দু'দিন থাকছেন না শুনে আমাদেরই কেমন লাগছে—তোর তো ভিতরটা একেবারে খাঁ-খাঁ করছে—করছে কিনা বল্—

শুরুতেই বুঝতে পারছি শেখানো বুলি। এ-রকম বেঁধে কথা বলার সাধ্যি হেবো হোঁতকার নেই। আমি গম্ভীর। —বলে যা।

—তাই বলছিলাম তোর মন খারাপ হতে বাধ্য। ···তা তোর প্রতি তো আমাদের একটা কর্তব্য আছে, তাই বলছিলাম, মাসিমা মেসোমশাই চলে গেলে আমরা যদি একটা রাত সকলে মিলে তোদের ওখানে কাটিয়ে দিই—তাহলে দারুণ হয় না ? তোর আর অত খারাপ লাগবে না—আমরাও একটা রাত নতুনভাবে কাটিয়ে দেব।

প্রস্তাব লোভনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-প্রস্তাব হেবো হোঁতকার মগজের নয়। হতেই পারে না। একটা রাত সকলে মিলে আমাদের বাড়িতে কাটানো মানে বড় খরচের ব্যাপার। হাবুলের প্রস্তাব শুনে সকলেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। মুহূর্তের মধ্যে প্ল্যান ঠিক করে নিলাম। বললাম, দারুণ বলেছিস রে হেবো—তোর সম্পর্কে আমার ধারণাই বদলে গেল—কিরে এ-ভাবে একটা রাত কাটাতে তোদের কি রকম লাগবে ?

প্রশ্নটা চটপটি কেবলু কার্তিকের দিকে। ওরা একসঙ্গে বলে উঠল, ওয়ানডারফুল, সুপার ফাইন, হাবুলের সত্যিই মগজের ধার বাড়ছে।

আমি বললাম, কিন্তু সব নির্ভর করছে পিন্‌ডিদার ওপর—

পিন্‌ডিদা তো কিছুই বলছে না।

গম্ভীর মুখে পিন্‌ডিদা রায় দিল, আমার আবার জায়গা বদলালে রাতে ভালো ঘুম হয় না—তবু সকলের আনন্দের জন্য একটা রাতের ঘুম জলাঞ্জলি দিতে এমন আর কি অসুবিধে।

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, জানি আমাদের তুমি কত ভালবাসো—তাহলে কাল সকালেই তোমার ওখানে এসে দু'জনে চেক সই করে ফেলি—একশ-সোয়াশো টাকা তুললেই নিশ্চয় হয়ে যাবে—তারপর বিনোদের ওখানে একেবারে অর্ডার প্লেস করে ফেরা যাবে।

এবারে পিন্‌ডিদা সচকিত, চেক সই মানে—কিসের চেক সই ?

অন্য সবাইও একটু থতমত খেয়ে গেছে।

আমি বললাম, বা রে একটা ফিস্টের ব্যবস্থা করতে হবে না ! আমাদের ফাণ্ডের টাকা খরচ করার মতো এমন মওকা আর কবে পাব। আমাদের ফাণ্ডে তো প্রায় সুদে-আসলে চার হাজার টাকা হয়ে গেছে (পিন্‌ডিদার সব গল্প পড়লে তোমরা ফাণ্ডের হদিস পাবে), তার থেকে এ ক'টি টাকা খরচ করতে তুমি আপত্তি কোরো না পিন্‌ডিদা। —প্লীজ ! কি বলিস রে তোরা ?

ক্লাবের ফাণ্ড ব্যাঙ্কে জমা আছে। এ-পর্যন্ত সুদে-আসলে বাড়ছেই। এক পয়সাও খরচ হয়নি অর্থাৎ তোলা হয়নি। সকলের ফুর্তি করার জন্য টাকা তোলার প্রস্তাব অনেক বার করা হয়েছে। কিন্তু কোনো না কোনো উপায়ে পিন্‌ডিদা পাশ কাটিয়ে গেছে। ক্লাব ফাণ্ড থেকে টাকা তোলা যাবে পিন্‌ডিদা আর আমার জোড়া সইয়ে। তাই আমার এ-প্রস্তাব।

আমার প্রশ্নের জবাবে কেউ আর কিছু মন্তব্য করতে সাহস করল না। ওরা পিন্‌ডিদার মুখখানাই দেখছে, আর প্রতি মুহূর্তে ওদের বুকে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। কারণ পিন্‌ডিদার মুখ দেখে মন বোঝা ভার।

মাথা নিচু করে পিন্‌ডিদা একটু চিন্তা করল। তারপর বলল,

ও টাকাটা তো আমার নয় সকলের। সকলেই যদি তাই চাস আমি আপত্তি করব কেন···তবে আমার ইচ্ছে ছিল, টাকা আরো বাড়ুক··· ওই টাকা নিয়ে খুব বড় স্টাইলে আমরা একবার আউটিং-এ বেরুবো। ঠিক আছে, কাল সকাল আটটা নাগাদ আমার বাড়ি এসে চেক সই করে দিয়ে যাস। আচ্ছা, তোরা গল্প কর, আমার মাথাটা কেমন ভার ভার লাগছে—উঠি।

মোসায়েব হেবো হোঁতকা ড্যাবডেবে চোখ দিয়ে আমাকে গিলল কয়েক পলক। তারপর গলা দিয়ে 'হুঁ' করে একটা ঘেন্নার শব্দ বার করে তাড়াতাড়ি উঠে পিন্‌ডিদার সঙ্গ নিতে চলল।

অন্য সকলেরও মুখ একটু ভার ভার। দু'দিন ধরে আসর জমছে না, আজও পিন্‌ডিদা এ-ভাবে চলে গেল এ জন্য যেন আমিই দায়ী।

বড় নিঃশ্বাস ফেলে কেবলু বলেই উঠল, মা কুরু ধনজন যৌবন গর্বং—

আমি খেঁকিয়ে উঠলাম, কি বললি? অজ্ মুখ্খু কোথাকারের, যখন তখন গাধার মতো সংস্কৃত ঝাড়িস, কিছু বলি না বলে—কেমন? তোরাও আমার টাকার গাছ দেখেছিস—তাই না? অথচ অত টাকা ব্যাঙ্কে পচছে—তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক আমার বাবার দেওয়া টাকা—তাছাড়া আমাকেই টোপের মতো ব্যবহার করে পিন্‌ডিদা রাম বাদশাকে ধরে দু'হাজার টাকার সরকারি পুরস্কার ক্লাব-ফাণ্ডে জমা করল—আয়ুর জোর না থাকলে আমি যে রাম বাদশার হাতে ('লিডার বটে পিন্‌ডিদা' পড়ো) খুনও হয়ে যেতে পারতাম—আর এত কষ্টের সেই টাকা ব্যাঙ্কে পচে মরছে, একটা পয়সা খরচ করার নাম নেই—আর তোরা কেবল আমার দোষ দেখছিস—কেন আমি হেঁ-হেঁ করে গাঁটের টাকা খসাচ্ছি না বলে?

আমার মেজাজ দেখে সকলেই বোবা মেরে গেল। খানিক বাদে কার্তিক মুখ খুলল। দলের মধ্যে সে-ই একটু ধীর স্থির ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। খুব মোলায়েম করে বলল, দ্যাখ্ সোনা,

তোর রাগ হকের রাগ—এ হতেই পারে। পিন্‌ডিদা যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তোর ওপরেই সব থেকে জুলুম করে, এ কি আমরা কেউ বুঝি না বলতে চাস? কিন্তু আমাদের সকলকে ছেড়ে কেন কেবল তোর ঘাড়েই পিন্‌ডিদা চেপে বসে এ কি তুই বুঝিস না? কারণ পিন্‌ডিদা খুব ভালো করে জানে, চেপে বসা দূরে থাক, আমাদের ঘাড় মটকালেও তুই যা করতে পারিস আমরা তা পারি না। ভগবান আমাদের কারোই সে অবস্থা দেননি। ···এখন পিন্‌ডিদা আর আমাদের সব দোষ স্বীকার করেও বলছি, পিন্‌ডিদা যদি কোনো কারণে আমাদের ত্যাগ করে—সে অবস্থাটা কি তুইও কল্পনা করতে পারিস? পিন্‌ডিদা যখন ছিল না—ছিল না, কিন্তু যে-কোনো কারণে পিন্‌ডিদা যখন আমাদের মধ্যে নেই, তোর ভাবতে কেমন লাগে?

কার্তিকের কথাগুলো সত্যিই আমার মনে দাগ কেটে বসল। না, বসন্তের কোকিল ডাকে না, আর পিন্‌ডিদা আমাদের মধ্যে নেই—এ যেন একই ব্যাপার।

কার্তিকের কথা শুনে একেবারে হামলে পড়লাম না বটে। মনে মনে ঠিক করলাম, আগামীকাল ক্লাব ফাণ্ড থেকে টাকা তোলা হোক—বাবা-মা দু'দিন দু'রাত থাকবে না, দ্বিতীয় দিন না হয় আমিই খরচা-পাতি করে বাড়িতে আসর জমাব। একদিন অন্তত ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে বোঝা যাক, সেখানকার গচ্ছিত টাকা আমাদেরই টাকা।

পরদিন সকাল সাতটার গাড়িতে বাবা-মা কলকাতা চলে গেল। আমার মেজাজ-পত্র ভালো। বাড়তি যা হাতে পাব ভেবেছিলাম তার থেকে বেশিই পেয়েছি। মা অবশ্য সর্বদাই বলে, হিসেব করে খরচ করবি, আর যা বাঁচবে সেটা আমরা এলে ফেরত দিবি। কিন্তু এটা যে কথার কথা তা আমি যেমন জানি মা-ও তেমনই জানে। এ-ও খুব ভালো করেই জানে, রেজাল্ট বেরুলে ছেলে কলেজে পড়বে—তার খরচের হাত একটু বাড়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া দিনে দিনে সব কিছুর বাজারও চড়ছে। ফলে আগে খরচের বাবদ যেখানে দু'দিনের জন্য সত্তর আশি টাকা রেখে গেলে চলত, এখন সেখানে কম করে

দু'শ টাকা রেখে যাওয়াই উচিত। এর ওপর একজনের বুড়ী মা আর একজনের বুড়ী শাশুড়ী থাকল, তার জন্য হঠাৎ কখন কি দরকার হয় ঠিক আছে? এ-জন্যেও না একশ দেড়শ টাকা বাড়তি রেখে যাওয়া দরকার। বাবা প্রত্যেকবারেই বলে যায়, এ-টাকা খরচ করার দরকার হবে না—ফিরে এলে তোর মা-কে দিয়ে দিবি। কিন্তু আমি জানি, বাবা সে-টাকার কথা মাকে বলেই না, আর বললেও মা আমার কাছে টাকা ফেরত নেবার জন্য হাত পাতে না। এ-ছাড়া বাবা-মা এ-ভাবে চলে গেলে বরাবরই মায়ের কাছ থেকে আমার কিছু ঘুষ বরাদ্দ। আমাকে চাইতে হয় না। যাবার আগে চুপচাপ মা নিজেই দিয়ে যায়। মোট কথা আমার বাণিজ্যটুকু ভালোই হল এটা স্বীকার করতেই হবে।

চেক সই করার জন্য পিন্‌ডিদা সকাল আটটায় আসতে বলেছিল। আমি মিনিট কতক আগেই এলাম। পিন্‌ডিদা চেক-বই বার করবে কি করবে না সেই সন্দেহ আমার এখনো আছে। আর একবার চেক সই করতে এসে দেখি সে নেই—আমাকে আসতে বলে সেই ফাঁকে ঠাকুমার কাছে গিয়ে সেবারের খাওয়ার খরচ তার ওপর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছিল। ঠাকুমা বুড়ীর গোপাল বলতে তো ওই পিন্‌ডিদা।

কিন্তু না। পিন্‌ডিদা বাড়িতেই আছে। আমার ডাক শুনে চেক-বই হাতে করেই নেমে এলো। ফলে আমার একটু তোয়াজের মুখ। বললাম, একেবারে রেডিই ছিলে দেখছি।

—না থেকে আর উপায় কি—পিন্‌ডিদা গম্ভীর, সক্কলের ভাগের টাকা খরচ করা হবে বলে যখন ঠিক করেছিস, তখন আমার আর বলার কি আছে—নে কত টাকা তুলবি লিখে সই কর। চেক-বই এগিয়ে দিল।

কথাটা খট্ করে কেমন কানে লাগল। পরে ভাবলাম, এই টাকার ওপর সকলের সমান অধিকার আছে বলেই আমাকে একটু ঠেস দিয়ে সকলের ভাগের টাকা কথাটা শোনালো। আমার মনে হল, চেক সই-টই করা হলেই বলবে, বিনোদের দোকান থেকে খাবার-

দাবার। আর তোর বাড়িতে টেনে নিয়ে গিয়ে ফিস্টি করে লাভ কি, ভাগের টাকায় খাওয়া হচ্ছে যখন, বিনোদের দোকানে বসেই হোক। অর্থাৎ টাকা তোলার রাগে সকলে মিলে আমার বাড়িতে রাত কাটানোর ফুর্তিটাই পিন্‌ডিদা বরবাদ করে দিতে চায়।

আমিও এক-রোখা কম নই। আমার মনে যা আছে, অর্থাৎ আমার নিজস্ব খরচে পরদিনের প্রোগ্রামে ওটাই শর্ত থাকবে, সকলকে আমার বাড়িতে রাতে থাকতে হবে। একবার তবু ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা হোক। তাছাড়া পিন্‌ডিদা যদি ওই কথা বলে তখন আমিও শোনাবো, বাবা-মা থাকবে না, তাই আমার মন ভালো করার জন্যই সকলে মিলে এক-সঙ্গে বাড়িতে রাত কাটানোর প্রস্তাবটা হয়েছিল। হাবুলের কথায় আমি অন্তত তাই ভেবেছিলাম।

চেক-বইটা টেনে নিয়ে কলম বাগিয়ে ধরে জিগ্যেস করলাম, কত টাকা তোলা হবে?

নিরীহ মুখে পিন্‌ডিদা ফিরে জিগ্যেস করল, তুই কি বলিস?

—আমি আর কি বলব··· সকলের ভাগের টাকা বলছ, আমার তো মাত্র এক-ভাগ···সকলের হয়ে তুমিই বলো, সবাই মেনে নেবে।

একটু ভেবে পিন্‌ডিদা বলল, যে দিন-কাল পড়েছে, তার ওপরে বিনোদের আবার যে লাভের খাঁই···পার হেড পঁচিশ টাকার নিচে কি হবে?

এবারে সত্যিই আমার অবাক হবার পালা। টাকা তুলতে হচ্ছেই বলে পিন্‌ডিদা এত উদার হবে ভাবব কি করে? বকা-ঝকি করে পিন্‌ডিদাকে পার হেড পনেরো টাকায় রাজি করানোর কথাই ভাবছিলাম। সেখানে কিনা নিজেই পার হেড পঁচিশ টাকা প্রস্তাব করে বসল! খুশি হয়ে জবাব দিলাম, পঁচিশ টাকা পার হেড বেশ ভালোই হবে পিন্‌ডিদা—বিনোদকেও আচ্ছা করে সমঝে দিতে হবে বেশি লাভ-টাভ রাখা চলবে না! তাহলে ছ পঁচিশং একশ পঞ্চাশ টাকা লিখি?

—লেখ্‌···।

চেক লিখে প্রথমে পিন্‌ডিদাকে সই করতে দিলাম। তার সই হতে নিচে আমি সই করলাম।

···না, পিন্‌ডিদার মুখে এখনো কোনো রাগের চিহ্ন দেখছি না। বলল, এক কাজ কর, বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ চটপটি আর কার্তিককে ডেকে নিয়ে তুই আর একবার আমার এখানে চলে আয়, তার মধ্যে আমি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিয়ে আসছি। কি মেনু হবে তখনই ঠিক করে বিনোদের কাছে অর্ডার প্লেস করে বলে দিতে হবে, রাত ঠিক আটটার মধ্যে সব কিছু রেডি করে তার লোক দিয়ে তোদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হবে।

শুনে ভিতরে ভিতরে এবারে আমিই অনুতপ্ত। টাকা তোলার রাগে পিন্‌ডিদা আমার ওখানে সকলে মিলে ফুর্তি করে রাত কাটানোর প্রোগ্রাম বাতিল করে দিল না। আর আমি কিনা পিন্‌ডিদা কি বলবে ধরে নিয়ে বাতাসে ঝগড়া করছিলাম!

তাড়াতাড়ি বললাম, ঠিক আছে পিন্‌ডিদা, চটপটি কার্তিককে নিয়ে···আর বলো তো হাবুলকেও ডেকে নিয়ে ঠিক সাড়ে দশটায় তোমার কাছে ফের আসছি।

—আর শোন, এই দিনেই আমার আবার এমন কাজ পড়ে গেল, সন্ধ্যের পরেও ফুরসত পেলে বাঁচি। যদি দেখিস বেলা এগারোটার মধ্যেও আমি এলাম না, তোরা তোদের বাড়িতেই অপেক্ষা করিস, আমি ফাঁক-মতো একবার হয়ে আসব'খন—তোরা মোটামুটি একটা মেনু ঠিক করেই ফেলিস, আমার অপেক্ষায় থাকিস না—আর যেন কি বলছিলি? না, হেবোকে আর ডেকে আনতে হবে না, যা মাথা মোটা ওটার।

পিন্‌ডিদাকে খুশি করার জন্যেই হাবুলকেও ডাকার কথাটা বলেছিলাম। পিন্‌ডিদা আবার আমার খুশি হবার মতো কথাই বলল। ফলে গলায় এবারে আব্দারের সুর চড়ালাম, সন্ধ্যের পরেও ফুরসত পেলে বাঁচি মানে! না পিন্‌ডিদা, আজকের দিনে তোমার ব্যস্ত-ট্যস্ত থাকা চলবে না—